ইমাম হোসাইন رضي الله عنه এর জীবনী

10-July-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Sisters)

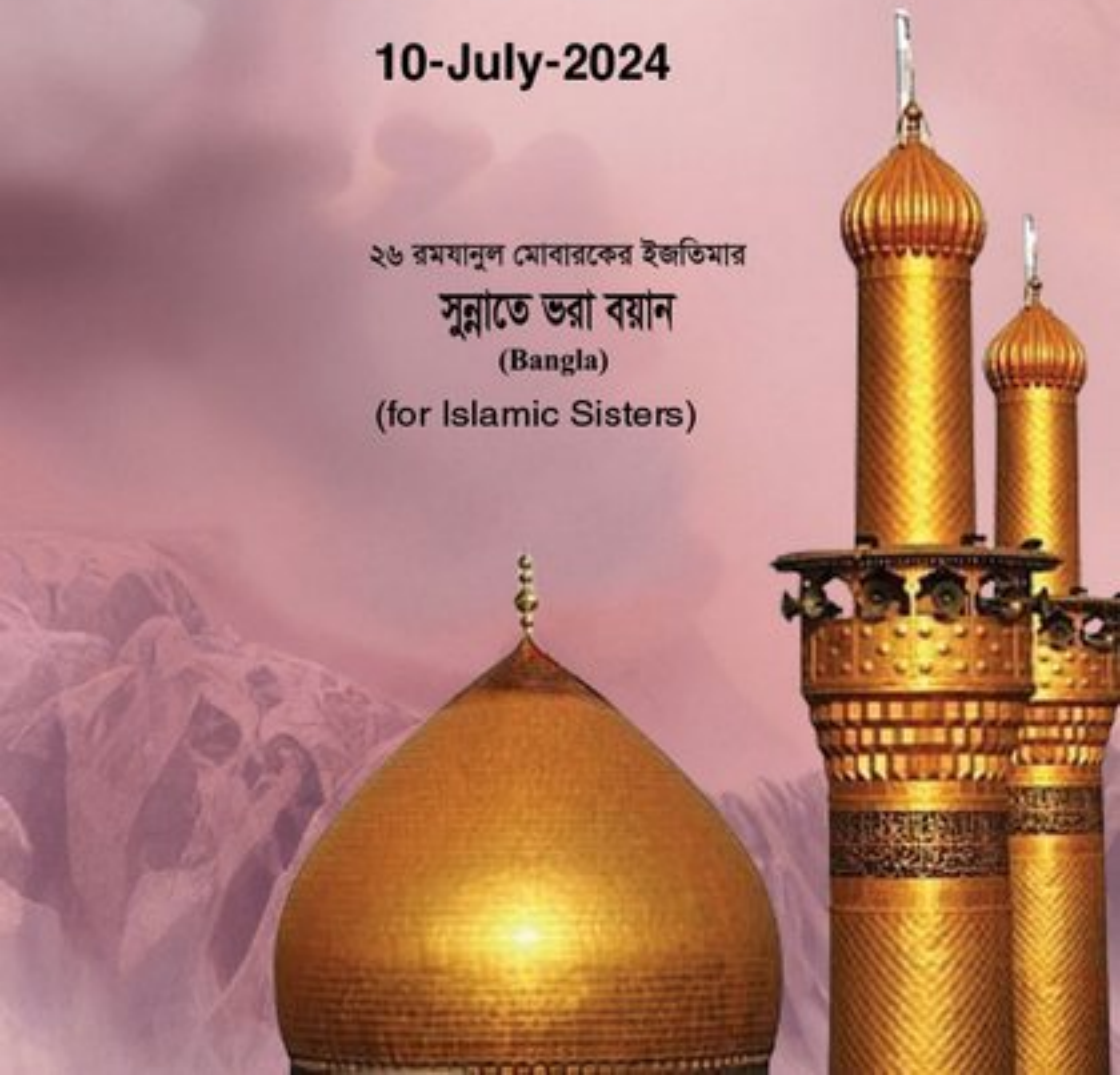

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করবে, তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, (আর বলে:) অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রদি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ইয়ালা বিন মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কোন জায়গায় দাওয়াত ছিলো, অতএব রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে নিয়ে দাওয়াতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন, পথে একটি জায়গায় দেখলেন; রাসূলের নাতি, ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি তখনও ছোট ছিলেন) বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং (যেমন পিতা তার সন্তানের জন্য উভয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে শিশু এসে তার বুকে জড়িয়ে ধরে, একইভাবে) প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও উভয় মুবারক হাত প্রসারিত করে দিলেন।

এবার এখানে নানাজান ও নাতির ভালোবাসার ধরন দেখুন! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাচ্ছিলেন যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছুটে এসে বুকের সাথে জড়িয়ে যাক, কিন্তু ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন (যেন ছোট্ট শাহজাদা চাচ্ছিলেন যে, নানাজান আমাকে যেন ধরেন, অতএব যেমন শিশুরা অনেক

www.dawateislami.net

সময় খেলার সময় পালায়, তখন বাবারা ধীরে ধীরে পেছনে দৌড়াতে থাকে এবং সন্তান হাসতে থাকে, তেমনই) রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হাসাতে থাকেন, অবশেষে তাঁকে ধরে ফেললেন।

সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মুবারক দৃষ্টির প্রতি লাখো সালাম...! এই মহা সৌভাগ্যশালী মনীষীরা কিরূপ বিস্তারিতভাবে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কর্মগুলোকে ধারণ করতেন, সুতরাং বর্ণনার শব্দাবলি হলো, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ধরলেন, নিজের একটি হাত মুবারক তাঁর চিবুকের নিচে রাখলেন, অন্য হাত মুরবাক মাথার পেছনে রাখলেন আর আদর করে তাঁর মুখে চুম্বন করলেন, তারপর তিনি ইরশাদ করলেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসেন থেকে, اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا যে হোসাইনকে ভালবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন, حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاطِ হোসাইন আসবাতদের মধ্যে একজন সিবত। **(ইবনে মাজাহ, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৪)**

সিবত এর অর্থ এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান

সিবত এর অর্থ হলো; যে গাছের শিকড় একটি এবং শাখা অনেক বেশি। প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হোসাইন হলো সিবত, এর অর্থ হলো যে, যেমন হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام এর ১২ জন পুত্রের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা অব্যাহত হয়েছে এবং বাড়তে বাড়তে অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে, তেমনই হোসাইন আমার সিবত যে, তাঁর মাধ্যমেই আমার বংশ প্রসারিত হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে যাবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৯)**

www.dawateislami.net

এখানে খুবই ঈমানোদ্দীপক একটি পয়েন্ট রয়েছে; আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে তাঁর প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি।

এই আয়াতে কাউসারের একটি অর্থ হলো; সন্তানের আধিক্য। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা ৩০, সূরা কাউসার, ১ম আয়াতের পাদটীকা, ৯০৬)** এটি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান যে, তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহজাদাগণ যৌবন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না, সকল শাহজাদা শিশুকালেই ওফাত গ্রহণ করেছিলেন, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁর সন্তানদের অবশিষ্ট রেখেছেন, দেখে নিন! আজও লক্ষ লক্ষ সৈয়দ পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, এটাই হলো; সন্তানের আধিক্য। যেনো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে এই শান প্রদান করেছেন যে, আমার সন্তান অনেক বেশি হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, কিন্তু আমার এই শানের প্রকাশ হোসেনের মাধ্যমে হবে যে, حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاط হোসাইনের শক্ত শিকড় বিশিষ্ট বৃক্ষ, সে যদিও নিজে শহীদ হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে আমার আওলাদ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

حُسَیۡنٌ مِنِّی এর অর্থ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটি হাদীসে মুবারকায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن অর্থাৎ হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে।

মহামহিম এই বাণীর অর্থ হলো, হোসাইন এবং আমি দুই দেহ এক প্রাণ, আমার ভালোবাসা হোসাইনের ভালোবাসা, হোসাইনের ভালোবাসা আমার ভালোবাসা, অনুরূপভাবে যে হোসাইনের সাথে ঝগড়া করবে সে যেন এটা মনে না করে যে, সে হোসাইনের সাথে ঝগড়া করছে বরং সে আমার সাথে ঝগড়া করছে। মনে রাখবেন! ভবিষ্যতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে (কারবালার ময়দানে) যেই ঘটনা সংঘঠিত হতে যাচ্ছিল, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা নবুয়তের নূর দ্বারা দেখে নিয়েছিলেন, তাই তো ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি এত গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৯)**

ইমাম হোসাইনকে ভালোবাসার ফযিলত

অতঃপর প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا যে হোসাইনকে ভালবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন। **(তিরমিযী, ৮৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৮২)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ঈমানী ভালোবাসা পোষণ করা কিরূপ ফযিলতের বিষয়; যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালবাসে, সেই বান্দা আল্লাহ পাকের প্রিয় হয়ে য়ায়।

সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে...!!

ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে আমাকে দুনিয়ার স্বার্থে ভালবাসলো, তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়াদার তো যেকোন নেককার বা বদকারকে ভালবেসে ফেলে, তবে হ্যাঁ! যে আমাকে শুধুমাত্র

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন একত্রে থাকবো, এ কথা বলে তিনি শাহাদাত এবং এর পাশের আঙ্গুল মিলিয়ে দিলেন। **(মাকতালুল হোসাইন লিত ত্বাবারানী, ৭৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ১১৫)**

হোসাইনের ভালোবাসার বরকতে ক্ষমা হয়ে গেল

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: একবার হযরত আমর বিন লাইছ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে তাঁর সৈন্যদল সমবেত হলো, তিনি তাঁর সৈন্যদলের আধিক্য দেখে মনে মনে ভাবলেন: হায়! যদি ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের সময় কারবালায় উপস্থিত থাকতাম, (আর) আমার নিকট এত সৈন্য থাকতো তবে আমি আমার জীবন, আমার শান ও শওকত এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে তাঁর কদমে উৎসর্গ করে দিতাম।

সেই সময়কার কোন ওলীয়ুল্লাহর স্বপ্নে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র যিয়ারত হলো, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইছকে বলে দাও যে, তার অন্তরে যেই খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি এবং আমি তার বাসনা কবুল করে নিয়েছি, আল্লাহ পাক তাকে তার এই বাসনার জন্য মহা প্রতিদান প্রদান করবেন। **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

কিতাবে লেখা আছে: হযরত আমর বিন লাইছ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: ঐ একটি খেয়াল যা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসার কারণে আমার মনে এসেছিল, এরই বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মাদারিজুন নবুয়্যত, ১/৩০৫)

www.dawateislami.net

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কিরূপ উপহার পেলো...! আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সত্যিকার, দৃঢ়, ঈমানী ভালোবাসা নসীব করুন। আল্লাহ পাক আমাদের প্রজন্মকেও সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের প্রকৃত প্রেমিক বানিয়ে দিন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

★ সুলতানে কারবালা, সায়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন রাসূলের নাতি ★ মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী এবং রাসূলে পাকের কলিজার টুকরো, সায়্যিদা ফাতিমা বাতুল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শাহজাদা ★ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৫ শা'বান ৪র্থ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ★ প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম: হুসাইন ও শাব্বির রাখেন ★ ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপনাম: আব্দুল্লাহ ★ উপাধী: সিবতে রাসূল (রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি) আর رَیۡحَانَۃُ الرَّسُول রায়হানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল)। **(সাওয়ানেহে কারবালা, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের সাথে সাথেই তাঁর শাহাদাতের খবরও প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার নাতিকে আপনার উম্মত শহীদ করে

www.dawateislami.net

দিবে, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর শাহাদাতের স্থান অর্থাৎ কারবালার মাটিও প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করেছিলেন।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ১০৬ পৃষ্ঠা)

নিয়তির লিখন পূরণ হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ তাঁর ৭২ জন বিশ্বস্ত সঙ্গীসহ ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররামুল হারাম কারবালার ময়দানে কপট এজিদের বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তুলে, নানার ধর্মকে হেফাজত করে, অত্যাচার সহ্য করে, দুঃখ ও বেদনার পাহাড়ের সামনে দৃঢ়ভাবে অটল থেকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত, বীরত্বের সহিত, শান ও শওকত সহিত শহীদ হন এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, সত্যের পথে চলার, সম্মানের সহিত বাঁচার, মর্যাদার সহিত মরার, বীরত্বের সহিত, সাহসীকতার সহিত অবিচল থাকার এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম হোসাইনের ফযিলতে.... হাদীসে মুবারাকা

★ কাসিমে নেয়মত, মালিকে জান্নাত, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতাবা ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمَا সম্পর্কে বলেন: আমার এই দুই ছেলে জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(মু'জামে কবীর, ২/১৭৪, হাদীস ২৫৪৯)**

★একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِیْ যে এই দুজনকে (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمَا) ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো وَ مَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ এবং যে তাঁদের দুজনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো, সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো । **(মু'জামে কবীর, ২/১৮২, হাদীস**

২৫৮১) ✸ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: هُمَا رَيۡحَانَتَایَ مِنَ الدُّنۡيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন দুনিয়ায় আমার দু'টি ফুল। **(তিরমিযী, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৭৭)** প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর গন্ধ নিতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। **(তিরমিযী, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৭৯)**

পাক পাঞ্জেতনও...!! জান্নাতী! জান্নাতী!

বর্ণিত আছে: একবার আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় শাহজাদী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘুমাচ্ছিলেন, ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুধ চাইলেন, আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উঠে দাঁড়ালেন এবং আপন মুবারক হাতে ছাগলের দুধ দোহন করলেন। এখনো ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দুধ দেননি, তখন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও দুধ চাইলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বৎস! আগে তোমার ভাই দুধ চেয়েছে, আমি প্রথমে তাঁকে পান করাবো, তারপর তোমাকে দিব। এটা দেখে সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মনে হচ্ছে আপনি হাসানকে বেশি আদর করেন...!! তিনি ইরশাদ করলেন: আমি তাদের উভয়কেই ভালবাসি। নিঃসন্দেহে আমি তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন) এবং এই ঘুমন্ত (অর্থাৎ হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকবো।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৬৪)

www.dawateislami.net

হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্য আলোকিত হয়ে গেলো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: একদা রাতের বেলা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশার নামায পড়াচ্ছিলেন, ছোট্ট শাহজাদাদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও সেখানে ছিলেন, যখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় যেতেন, তখন উভয় শাহজাদা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকে বসে যেতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাদেরকে নম্রভাবে ধরে মাটিতে নামিয়ে দিতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো সিজদায় যেতেন, তখন উভয় শাহজাদা আবারো একই কাজ করতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায শেষ করে নিলেন তখন উভয় শাহজাদাকে দোলনায় বসিয়ে নিলেন, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি এগিয়ে গিয়ে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! শাহজাদাদের বাড়িতে দিয়ে আসব? তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! অনুমতি দিলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে: গলিতে অন্ধকার ছিল, তখন উভয় শাহজাদার বাড়িতে যেতে ভয় অনুভূত হলো, সুতরাং এই শাহজাদাদের জন্য তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো এবং গলিটি আলোকিত হয়ে গেল, যতক্ষণ শাহাজাদারা নিজেদের বাড়িতে পৌঁছলো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আলো বিদ্যমান ছিল। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৫৮-১৫৯)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতা ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন,

www.dawateislami.net

আসুন! এখানে তাঁর পবিত্র জীবনী থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক শ্রবণ করি:

ইমাম হোসাইনের ইবাদত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের আক্বা, সুলতানে কারবালা, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বড় ইবাদতগুজার, মুত্তাকী এবং পরহেযগার ছিলেন,

✹ আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রচুর নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ করতেন, সদকা ও খয়রাত করতেন এবং প্রতিটি কল্যাণের কাজ করে নিতেন।

(উসদুল গাবা, ২/২৭, নাম্বার ১১৭৩)

✹ শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার আব্বাজান ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিনেরাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

(আল ইকদুল ফরিদ, ৩/১১৪)

✹ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি পায়ে হেঁটে ২৫ বার হজ করেছেন। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৮০)**

ইমাম হোসাইনের ৪টি পছন্দনীয় ইবাদত

আশুরার রাতে যখন ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই হযরত আব্বাস আলম্বরদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: কোনোভাবে যুদ্ধকে আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করে দিন! যাতে আজ রাতে আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে পারি, আল্লাহ পাক ভালো করেই জানেন যে, আমার (১) নামায পড়া (২) কুরআনে করীম

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত করা (৩) অধিকহারে দোয়া করা এবং (৪) প্রচুর পরিমাণে ইস্তিগফার করা অনেক পছন্দ। **(আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/১৬৬)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভালোবাসা আনুগত্য করায়, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতটুকু? আমরা একটু ভাবী? ১০ মুহাররামুল হারামের রাতটি ছিল ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর জাহেরী মুবারক জীবনের শেষ রাত, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইবাদতের আগ্রহ ও স্পৃহা দেখুন?

আহ! আমরাও যেন ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত ও রিয়াযত করে নিজের জীবনের দিনরাত কাটাই! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর মুবারক জীবনের শেষ ফজরের নামায নিজের তাঁবুতে জামাআত সহকারে আদায় করেছেন অথচ শত্রু রা চারপাশে বিদ্যামান ছিল। পবিত্র আহলে বাইত عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর আসল ভালোবাসার হলো তাঁদের অনুসরণেই, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবারক জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করা উচিত এবং সময় এলে দ্বীনের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর প্রকৃত ভালোবাসা নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ ক্ষমা প্রদর্শনকারী ছিলেন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর একটি সুন্দর অভ্যাস এটাও ছিল; যে তাকে কষ্ট দিত, তিনি

তাকে ক্ষমা করে দিতেন। যেমনটি ই'সাম বিন মুস্তালিক যে মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, একবার সে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে তাঁর পিতা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গালমন্দ করতে করা শুরু করলো, এতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে কিছুই বলেননি, কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপও নেননি, বরং اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ পাঠ করে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَ اۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾ وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

অতঃপর তিনি বললেন: (হে ই'সাম) নিজের উপর বোঝা হালকা রাখো...!! আমি আল্লাহ পাকের নিকট তোমার জন্য এবং আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(তাফসীরে বাহরুল মুহিত, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, ২০১নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৫৭০)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللہ! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! কত সুন্দর নৈতিকতা, কত সুন্দর চরিত্র। সামনের ব্যক্তি খারাপ কথা বলছে আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তাকে ক্ষমার দোয়া দিচ্ছেন। ঘৃণা দূর করা এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির এটি খুবই সুন্দর একটি উপায়, আমাদেরও এই উপায়টি অবলম্বন করা উচিত, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখন ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, দ্বীন ইসলামে মুসলমানদেরকে নৈকিতকতার সর্বোচ্চ, সর্বাঙ্গীণ এবং অনন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো, যেমন কারো থেকে কষ্ট পেলে তবে তাতে ধৈর্যধারন করো, কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং মূর্খতার সহিত আচরণ করে তবে তার প্রতি সহ্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করো আর নিজের সাথে খারাপ ব্যবহার হলে ক্ষমা ও মার্জনা সুলভ আচরণ করো...!!

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, ৩৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৮/৬৪১)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও ক্ষমা করার, মন্দের বিনিময় ভালো দ্বারা দেয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমামে আলী মকামের শিক্ষণীয় কবিতা

ইসহাক বিন ইব্রাহীম বলেন: একবার ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরস্থানে গেলেন এবং আরবী কবিতা পাঠ করলেন (যার অনুবাদ এরূপ): আমি কবরবাসীদের ডাকলাম, কিন্তু তারা চুপ রইল, অতঃপর তাদের কবরের মাটি আমাকে উত্তর দিল, বললো: তুমি কি জানো, আমি আমার বাসিন্দাদের কী অবস্থা করেছি? আমি তাদের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছি, পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছি, তাদের চোখকে গলিয়ে মাটিতে মিলিয়ে দিয়েছি, তাদের জোড়া আলাদা করে দিয়েছি, তাদের হাড়গুলো ভেঙ্গে দিয়েছি এবং তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে গলিয়ে দিয়েছি আর তাদের উপর আপদ দীর্ঘায়িত হয়ে গেলো। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৮৭)**

বিপদ তো কবরের ভেতর

রাসূলের নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন কবর দেখতেন তখন বলতেন: উপর থেকে এই কবরগুলো কতই না ভালো লাগে, কিন্তু বিপদ তো এগুলোর ভেতরেই, আল্লাহ! আল্লাহ! হে আল্লাহর বান্দারা...! দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে যেও না! নিঃসন্দেহে কবর হলো আমলের ঘর (অর্থাৎ সেখানে আমলই সাথে যাবে), নেক আমল করে নাও! এর থেকে উদাসীন হয়ো না...!!

(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

ইমামে আলী মকামের একটি খুতবা

সবশেষে আসুন! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি শিক্ষামূলক খুতবা শুনুন: তারিখে ইবনে আসাকিরে রয়েছে, কারবালার দিন ১০ই মুহাররামুল হারামের সকালে ইমামে আলী মকাম,

www.dawateislami.net

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুতবা দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ পাককে ভয় কর! আর দুনিয়াকে এড়িয়ে চলো! নিঃসন্দেহে এই দুনিয়ায় যদি কেউ চিরকাল বেঁচে থাকতো, তবে অবশ্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام চিরকাল বেঁচে থাকতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এখানে বসবাসকারী সব ধ্বংস হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, দুনিয়ার নতুন নতুন জিনিস পুরানো হয়ে যাবে, এখানকার নেয়ামত শেষ হয়ে যাবে, এখানকার আনন্দ শেষ হয়ে যাবে, ব্যস! সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো! নিঃসন্দেহে সফরের উত্তম সরঞ্জাম হল তাকওয়া, আল্লাহ পাককে ভয় করো! যাতে তুমি সফল হয়ে যাও...!!

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/২১৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযিলত এবং আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে।

(মিশকাত, ১/৫৫, হাদীস ১৭৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী: চারটি জিনিস নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, লজ্জা ও সুগন্ধি লাগানো। **(মিশকাত, ১/৮৮, হাদীস ৩৮২)** * প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুগন্ধির উপহার ফেরত দিতেন না। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা)** * নামায হলো

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত, তো এর জন্য সাজ-সজ্জা করা আতর লাগানো মুস্তাহাব। **(নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা)** * প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং এর জন্য অপর লোকদেরও জোড় দিতেন। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা)** * দূর্গন্ধকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করতেন। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা)** * মহিলাদের জন্য গন্ধ ছড়ানোর নিষেধাজ্ঞা ঐ অবসথায়, যখন সুগন্ধ পরপুরুষের নিকট পৌঁছে, যদি সে ঘরে আতর লাগায় যার গন্ধ স্বামী বা সন্তান, পিতামাতা পর্যন্তই পৌঁছে তবে সমস্যা নাই। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা)** * ইসলামী বোনদের এমন সুগন্ধি লাগানো উচিত নয়, যার গন্ধ পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৬ পৃষ্ঠা)** * প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে কোন মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করে তবে সে এমনই এবং এমনই অর্থাৎ অপকর্মকারীনি। **(তিরমিযী, ৪/৩৬১, হাদীস ২৭৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net